বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৫ -২০১৬

প্রথম খণ্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	১
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	৩
৩.	Abbreviation & Glossary	৫
৪.	প্রথম অধ্যায়	৭
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৯-১০
	অডিট বিষয়ক তথ্য	১১
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	১১
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	১১
	অডিটের সুপারিশ	১১
	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	১৩-৪৩
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৩
৬.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৭/০৯/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১০/০১/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/ অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ । এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standard সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত
মোঃ গোলাম মোস্তফা
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ ২১/০৯/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৪/০১/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

Abbreviation & Glossary

AGM	Annual General Meeting
CD	Customs Duty
CSR	Corporate Social Responsibility
CTR	Certified Treasury Receipts.
DCT	Deputy commissioner of Taxes.
LTU	Large Tax Payers Unit
NBR	National Board of Revenue
PL A/C	Profit & Loss Accounts
SD	Supplementary Duty
SEC	Security and Exchange Commission
S.R.O	Statutory Regulatory Order
VAT	Value Added Tax

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নং
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানোর ফলে আয়কর কম ধার্য ।	১৪৭,৬২,২৬,০১৭/-	১৫
২.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড অননুমোদনযোগ্য ব্যয় বিয়োজন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	৬৪,০৭,৩৯,৫৮৫/-	১৬
৩.	আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় বিয়োজন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান	২৩,২৭,৭৭,৮৭৮/-	১৭
৪.	ফার্ষ্ট সিকিউরিটিজ ইসলামি ব্যাংক লিঃ এর বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় এ ধরণের ব্যয় বিয়োজন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	২১,৭৬,৭২,২৪২/-	১৮
৫.	দি সিটি ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	৬,১৯,৪৮,৬৭০/-	১৯
৬.	মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ এর নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান ।	১,১৫,২৩,৬৭৮/-	২০
৭.	নেস্‌লে বাংলাদেশ লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর সরল সুদ কম ধার্য ।	২৯,৯৯,৭৫,০২৭/-	২১
৮.	মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিডেট কর্তৃক মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর নিরূপণ না করায় আয়কর কম প্রদান	২,৮১,১৫,৩১১/-	২২
৯.	লংকাবাংলা সিকিউরিটিস লিঃ এর নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ কম প্রদান।	৯,৬৫,১১,৭৮৮/-	২৩
১০.	ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ কম প্রদান ।	৪,২০,৯৩,৬৭৮/-	২৪
১১.	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profit Tax) কম প্রদান	২০,৩৮,৫৫,৫১৫/-	২৫
১২.	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profit Tax) কম প্রদান	৫৯,২৮,০০৫/-	২৬
১৩.	রবি আজিয়াটা লিঃ এর অননুমোদন যোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ কম প্রদান	১৫০,৯৯,৩৫,৮৪৫/-	২৭

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নং
১৪.	নোভার্টিজ বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ।	৮,২৪,৮১,২৩৯/-	২৮
১৫.	ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য প্রভিশন আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ কম ধার্য ।	১০,১৫,৪০,১৪২/-	২৯
১৬.	এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ।	১২,৭৮,৫৬,৯৩০/-	৩০
১৭.	ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ।	১৬,২০,৪৭,৪৫৫/-	৩১
১৮.	ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	৭,৬৫,০০,০০০/-	৩২
১৯.	সানোফি এভেনটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	৪,৫৭,৮৪,২৮৯/-	৩৩
২০.	শেখ আকিজ উদ্দিন লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানোর ফলে আয়কর কম প্রদান।	৪৫,৬৩,৭৮,৫৩৬/-	৩৪
২১.	আর,এ,কে সিরামিক (বাংলাদেশ) লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	৮,৯১,১০,৩৬২/-	৩৫
২২.	উত্তরা মটরস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	১৯,২৮,৪৪,৮৭৭/-	৩৬
২৩.	বি ডি বি এল সিকিউরিটিজ লিঃ এর নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয়, মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।	২২,৮৭,৩৫৮/-	৩৭
২৪.	ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানোর ফলে আয়কর কম প্রদান।	৩৩৮,২৫,৯১,৫৬৯/-	৩৮
২৫.	র‌্যাংগস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	৭,৫১,৭৬,৩৩২/-	৩৯
২৬.	ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাঃ লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	৫,৪৩,০১,৭৩৪/-	৪০
২৭.	আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ কম ধার্য।	১৫,৮৯,৯১,৩৬৮/-	৪১
২৮.	বি এস আর এম ষ্টীল লিঃ এর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১৬ (সিসিসি) ধারা অনুযায়ী ন্যূনতম কর ধার্য্য না করার ফলে আয়কর কম প্রদান ।	১৬,৭৩,৫৭,১৪৮/-	৪২
২৯.	রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচ, মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	৯৩,৪১,৫৩৯/-	৪৩
	সর্বমোট=	১০০১,১৮,৯৪,১২৭/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০১৪-২০১৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা (Compliance Audit)।

নিরীক্ষার সময় ঃ ২৩/২/২০১৬ খ্রিঃ হতে ২৬/৪/২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- বিশ্লেষণাত্মক (Analytical)
- আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার অডিট (Assessment Audit)
- দৈবচয়ন মাধ্যমে নমুনা নির্ধারণ।
- বাস্তব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- আয়কর অধ্যাদেশের ১৯৮৪ সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিসমূহ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন আদেশ ও এসআরও এর ব্যত্যয়।
- অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবী করা।
- প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ ।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন আদেশ ও এসআরও এর ব্যত্যয় যাতে না ঘটে।
- অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা।
- প্রযোজ্য হারে করারোপ করা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ১।

শিরোনাম ঃ **গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানোর ফলে আয়কর বাবদ কম ধার্য ১৪৭,৬২,২৬,০১৭/- টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৪৭,৬২,২৬,০১৭/- (একশত সাতচল্লিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সতের) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

করদাতা কোম্পানী কর্তৃক ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) প্রদর্শিত বিক্রয়ের তুলনায় আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে রাজস্ব প্রাপ্তি কম প্রদর্শন করা হয় । শুধুমাত্র সিম কার্ড ট্যারিফ ভ্যালু বেসিস (মূসক অব্যাহতি বিক্রয় ও অন্যান্য ব্যতীত) বিক্রয় বাবদ ১৪২৬,৮৮,৪৮,৪৩৮/- টাকার বিপরীতে বার্ষিক প্রতিবেদনে কোন রাজস্ব প্রাপ্তি প্রদর্শন করা হয়নি । বিবেচ্য করবর্ষে সিম কার্ডের বিপরীতে ভ্যাট রিটার্নে পরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ ৩৭০,২৪,০২,০৬১/-টাকা। প্রদানকৃত সম্পূরক শুল্কের ভিত্তিতে সিম কার্ড বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৮,২৮,৯৮৪টি। উক্ত সিমকার্ড এর ভিত্তিতে ট্যারিফ ভ্যালু হিসেবে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য হবে ১০৫৭,৮২,৮৩,৩৯৫/- টাকা। সেক্ষেত্রে ১৪২৬,৮৮,৪৮,৪৩৮/- টাকা প্রদর্শনের ফলে (১৪২৬,৮৮,৪৮,৪৩৮ - ১০৫৭,৮২,৮৩,৩৯৫) = ৩৬৯,০৫,৬৫,০৪৩/- টাকা ট্যারিফ ভেল্যু বেসিস অতিরিক্ত বিক্রয় দাবী করা হয়েছে যা সিম কার্ড ট্যারিফ ভ্যালু বেসিস বিক্রয় মূল্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত নয়, বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৪৭,৬২,২৬,০১৭/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “১” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ সিম কার্ড ট্যারিফ ভ্যালু বেসিস বিক্রয় মূল্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত নয়, বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫, তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, করদাতা কোম্পানী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন দায়ের করায় ০৬(ছয়) মাসের স্থগিতাদেশ প্রদান করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ নিবিড় তদারকি গ্রহণ করে মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৪ ।

শিরোনাম ঃ **ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন নয় এ ধরনের ব্যয় বিয়োজন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২১,৭৬,৭২,২৪২/- টাকা ।**

বিবরণঃ

- কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, অডিটকালে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ)(i) এবং বিধি ৬৫ অনুযায়ী অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং ২৯ ধারা অনুযায়ী বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় এ ধরনের খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২১,৭৬,৭২,২৪২/- (একুশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ বায়াত্তর হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।
- Entertainment খাতে ৪,১৫,৯৯,৩৫০/- টাকা খরচ দাবী করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ)(i) বিধি ৬৫ অনুযায়ী অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত আপ্যায়ন খরচ ১,৫৫,৬৯,৯৮০/- টাকা বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়।
- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন খাতে Total Provision ৪৯,৬৬,০০,০০০/- টাকা দাবী করা হয়। দাবীকৃত প্রভিশন প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা মোতাবেক অনুমোদনযোগ্য নয়।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ)(i) বিধি ৬৫ অনুযায়ী অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় দাবী এবং ২৯ ধারা অনুযায়ী বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় এ ধরনের খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২১,৭৬,৭২,২৪২/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “৪ ” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ)(i) বিধি ৬৫ অনুযায়ী অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং ২৯ ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫, তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিস্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণ আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জব্যব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৫ ।

শিরোনাম ঃ **দি সিটি ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৬,১৯,৪৮,৬৭০/-টাকা।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, অডিটকালে দি সিটি ব্যাংক লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৬,১৯,৪৮,৬৭০/- (ছয় কোটি উনিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত সত্তর) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

- অফিস রেন্ট বাবদ উৎসে আয়কর কম কর্তন করায় দাবীকৃত ব্যয়ের আনুপাতিক হারে ২,২১,২৬,১৬০/- টাকা অননুমোদনযোগ্য যা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- Online Communication – IT enabled বাবদ ২,৯৭,০৮,০৬৭/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও উৎসে মূসক কর্তন না করায় দাবীকৃত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য যা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- Annual Technical Service fees বাবদ ৪,৯৪,৮০,৮৪৫/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে । কিন্তু উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও উৎসে মূসক কর্তন না করায় দাবীকৃত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য যা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- Amortisations বাবদ ৩,৭৮,৭৭,৪২৪/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। দাবীকৃত ব্যয় বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় কোম্পানীর অন্যান্য আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৫ " তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় অননুমোদিত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫, তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে অতি শীঘ্রই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৬।

শিরোনাম ঃ **মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ এর নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১,১৫,২৩,৬৭৮/-টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ কর্তৃক ব্রোকারেজ কমিশন হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ **১,১৫,২৩,৬৭৮/-** (এক কোটি পনের লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত আটাত্তর) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- করদাতা কোম্পানী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর সদস্য হিসেবে ব্রোকারেজ কমিশন প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছে । ব্রোকারেজ কমিশন হতে নীট নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় ২,৯৬,৯৩,৭৩৫/-টাকা আয় হিসাবে যোগকরণযোগ্য।
- কম্পিউটিশন সীটে প্রদর্শিত ব্যবসা আয় Net Profit as per profit & loss account before provision এর সাথে এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৫ এর আদার ইনকাম এর রেন্টাল ইনকাম। বিধি মোতাবেক মেরামত বাবদ ৩২,৩১,০৬২/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করা হয়েছে যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 33(e) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “ ৬ ” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি (৪) ধারা নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় ৮২সি(৬) ধারায় মোট আয়ের সাথে যোগ না করা এবং 33(e) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৭।

শিরোনাম ঃ **নেস্‌লে বাংলাদেশ লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর সরল সুদ বাবদ কম ধার্য ২৯,৯৯,৭৫,০২৭/- টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নেস্‌লে বাংলাদেশ লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ ২৯,৯৯,৭৫,০২৭/- (ঊনত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশত সাতাশ) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

- রয়্যালটি ফিস (Royalty fees) বাবদ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে খরচ অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয় ২,৪৫,২০,৪৪৮/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- বিক্রয় সমন্বয় বিবরণীতে স্যাম্পল ব্যয় বাবদ খরচ দাবী করা হয়। অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয় ৬,৯২,০০,৩৪০/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- অফিস রেন্ট বাবদ ৫,৮২,৯৩,২১৮/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে। দাবীকৃত খরচের আনুপাতিক হারে ১,২৫,৬৯,০৮০/-টাকা অননুমোদনযোগ্য যা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- সিস্টেম সাপোর্ট খরচ দাবী করা হয়েছে ৯,৮০,৫৬,৪৪৬/- টাকা, যাহা কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শক সেবা হিসাবে বিবেচ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় দাবীকৃত খরচ অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- Other product marketing & promotion expense হেডে ৫৭,৫৫,৮৭,৩১০/- টাকা খরচ দাবী করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে উক্ত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “৭” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় অননুমোদিত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে অতি শীঘ্রই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৮।

শিরোনাম ঃ **মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিডেট কর্তৃক মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২,৮১,১৫,৩১১/-টাকা।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মদিনা সিমেন্ট লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ ২,৮১,১৫,৩১১/- (দুই কোটি একাশি লক্ষ পনের হাজার তিনশত এগার) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিডেট নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী এর ক্ষেত্রে অর্থ আইন, ২০১৪ এর ধারা ৫৬ তফসিল-২ এ নির্দিষ্ট কর হার অনুয়ায়ী ২০১৪-১৫ কর বছরে নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানী) হিসেবে মোট আয়ের উপর ৩৫% হারে আয়কর ধার্য ও আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- " ৮ " তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী হিসেবে মোট আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৯।

শিরোনাম ঃ **লংকাবাংলা সিকিউরিটিস লিঃ এর নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান ৯,৬৫,১১,৭৮৮/- টাকা।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে লংকাবাংলা সিকিউরিটিস লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৮২সি (৪) ধারা নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় ৮২সি(৬) ধারায় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ ৯,৬৫,১১,৭৮৮/-টাকা (নয় কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ এগার হাজার সাতশত আটাত্তর) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- করদাতা কোম্পানী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর সদস্য হিসেবে ব্রোকারেজ কমিশন প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছে ৪৭,৭০,৯৫,৯২০/-টাকা। ব্রোকারেজ কমিশন প্রাপ্তির বিপরীতে ৮২সি ধারা উৎসে কর্তিত কর ৬,৭৮,৯৫,৭৪০/৩২ টাকা। বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ নোট ৩৩.০০ এ লাগা চার্জ ও হাওলা চার্জ বাবদ খরচ দাবী করা হয় ৩,১২,৫২,৩২৮/- টাকা। ফলে লাগা চার্জ ও হাওলা চার্জ ব্যতীত ব্রোকারেজ কমিশন হতে নীট আয় ৪৪,৫৮,৪৩,৫৯২/-টাকা। ৮২সি (৪) ধারা অনুযায়ী উৎসে কর্তিত কর ৬,৭৮,৯৫,৭৪০.৩২ টাকার বিপরীতে আয় (৬,৭৮,৯৫,৭৪০/৩২×১০০÷৩৫) = ১৯,৩৯,৮৭,৮২৯/-টাকা । ব্রোকারেজ কমিশন হতে নীট আয় ৪৪,৫৮,৪৩,৫৯২/- টাকা হতে ৮২সি(৪) ধারা নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় (৪৪,৫৮,৪৩,৫৯২–১৯,৩৯,৮৭,৮২৯) টাকা = ২৫,১৮,৫৫,৭৬৩/-টাকা যা ৮২সি(৬) ধারায় আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “ ৯” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি (৪) ধারা অনুযায়ী নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় ৮২সি(৬) ধারায় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০।

শিরোনাম ঃ **ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান ৪,২০,৯৩,৬৭৮/-টাকা।**

বিবরণঃ কর কমিশনার , বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, অডিটকালে ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ ৪,২০,৯৩,৬৭৮/- (চার কোটি বিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত আটাত্তর) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- প্রভিশন ফর গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড (Provision For Gratuity Fund) খাতে ৭,১২,৪৮,০৩৯/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে। চলতি করবর্ষে পরিশোধিত ৩৫,৬০,৯২৫/-.টাকা। ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য ৬,৭৬,৮৭,১১৪/- টাকা অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়। যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “ ১০” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ বিবেচ্য করবর্ষে পরিশোধিত গ্র্যাচুয়িটি অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রভিশন করার কারণে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিস্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১।

শিরোনাম ঃ **ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profit Tax) বাবদ কম প্রদান ২০,৩৮,৫৫,৫১৫/- টাকা।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স সীটে পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) ও স্ট্যাটিউটরি রিজার্ভের ৫০% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ **২০,৩৮,৫৫,৫১৫/-** (বিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত পনের) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং বিআরপিডি (আর-১) ৭৬০/ ২০১১-১৩৪ তারিখ: ০৭/০৩/২০১১ অনুযায়ী রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স শীটে প্রদর্শিত পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) ও স্ট্যাটিউটরি রিজার্ভের ৫০% এর যে পরিমাণ অতিরিক্ত হয়, উহাই অতিরিক্ত প্রফিট। অতিরিক্ত প্রফিটের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর বৎসরে ধার্যকৃত করের বাহিরে ১৫% হারে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ ২০,৩৮,৫৫,৫১৫/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "১১" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ অতিরিক্ত প্রফিটের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর বৎসরে ধার্যকৃত করের বাহিরে ১৫% হারে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স প্রদান না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২।

শিরোনাম ঃ **ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profit Tax) বাবদ কম প্রদান ৫৯,২৮,০০৫/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স সীটে পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) ও স্ট্যাটিউটরি রিজার্ভের ৫০% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ **৫৯,২৮,০০৫/-** (উনষাট লক্ষ আটাশ হাজর পাঁচ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং বিআরপিডি (আর-১)৭৬০/ ২০১১-১৩৪ তারিখঃ ০৭/০৩/২০১১ খ্রিঃ অনুযায়ী রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স শীটে পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) ও স্ট্যাটিউটরি রিজার্ভের ৫০% এর যে পরিমাণ অতিরিক্ত হয়, উহাই অতিরিক্ত প্রফিট। অতিরিক্ত প্রফিটের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর বৎসরে ধার্যকৃত করের বাহিরে ১৫% হারে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ ৫৯,২৮,০০৫/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “১২” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ অতিরিক্ত প্রফিটের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর বৎসরে ধার্যকৃত করের বাহিরে ১৫% হারে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স প্রদান না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩।

শিরোনাম ঃ **রবি আজিয়াটা লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান ১৫০,৯৯,৩৫,৮৪৫/-টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে রবি আজিয়াটা লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাজস্ব প্রাপ্তি কম দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৫০,৯৯,৩৫,৮৪৫/- (একশত পঞ্চাশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত পঁয়তাচল্লিশ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স হেডে Subsidy on Acquisition (VAT & SD on SIM) বাবদ ২৯৫,৮২,৭৫,৫৩৮/- টাকা খরচ দাবী করা হয় । জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৯/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের সাধারণ আদেশ নং ৫৭/মূসক/২০১১ অনুযায়ী নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে সিম কার্ড সরবরাহ করে ভর্তুকি মূল্যের উপরে যে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করা হয়েছে, সেই পরিমাণ অর্থকে উক্ত খরচ হিসাবে দাবী করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং জারাবো/কর-৭/আ:আ:বি/০৪/২০০৫, তারিখঃ ১৫/০২/২০০৬খ্রিঃ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচ অননুমোদনযোগ্য । ভোক্তাদের দায় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়িক খরচ নয়, যা অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- " ১৩" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ সিম কার্ড সরবরাহ মূল্যের উপরে যে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করা হয়েছে তা ভোক্তাদের দায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নিরূপণ না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৪ ।

শিরোনাম ঃ **নোভার্টিজ বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৮,২৪,৮১,২৩৯/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নোভার্টিজ (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৮,২৪,৮১,২৩৯/- (আট কোটি চব্বিশ লক্ষ একাশি হাজার দুইশত ঊনচল্লিশ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- এ্যানুয়েল রিপোর্টে এর নোট ২৩ এ সেলিং এন্ড ডিষ্ট্রিটবিউশন হেডে ডিষ্ট্রিবিউটার চার্জ বাবদ ২৩,৫৬,২৩,২৭৯/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে। উক্ত খরচটি ডিষ্ট্রিবিউটারকে কমিশন প্রদান সংক্রান্ত ব্যয় হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। যাহার উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩(ই) ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে আয়কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। কাজেই উক্ত খরচ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- “ ১৪ ” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ই ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন না করায় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৫।

শিরোনাম ঃ **ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য প্রভিশন আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম ধার্য ১০,১৫,৪০,১৪২/-টাকা ।**

বিবরণ ঃ কমিশনার , বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU Tax) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য প্রভিশন আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ ১০,১৫,৪০,১৪২/- (দশ কোটি পনের লক্ষ চল্লিশ হাজার একশত বিয়াল্লিশ) টাকা কম ধার্য।

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-১৩ এ Provision For performance bonus খাতে ২১,০০,০০,০০০/- টাকা প্রভিশন করা হয়। লাভ-ক্ষতি হিসাবে (profit & loss account) দাবীকৃত সম্পূর্ণ টাকা ভবিষতে পরিশোধের জন্য প্রভিশন করা হয়েছে, যা প্রকৃত ব্যয় না হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদিত ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা যায় না । যাহা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- “১৫ ” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে অতি শীঘ্রই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৬।

শিরোনাম ঃ **এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১২,৭৮,৫৬,৯৩০/-টাকা।**

বিবরণ ঃ কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এইচ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১২,৭৮,৫৬,৯৩০/- (বার কোটি আটাত্তর লক্ষ ছাপান্ন হাজার নয়শত ত্রিশ) টাকা কম প্রদান।

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে টেকনিক্যাল নো হাও ফিস বাবদ ৫৪,৭০,০১,৭৮৭/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত মুনাফা ৩৮,০১,০১,৫৯২/-টাকা, যার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এইচ) ধারা অনুযায়ী ৮% হারে অনুমোদনযোগ্য ৩,০৪,০৮,১২৭/- টাকা। ফলে অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৫৪,৭০,০১,৭৮৭–৩,০৪,০৮,১২৭)= ৫১,৬৫,৯৩,৬৬০/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "১৬ " তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এইচ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ ঃ ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৭।

শিরোনাম ঃ **ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১৬,২০,৪৭,৪৫৫/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৬,২০,৪৭,৪৫৫/- (ষোল কোটি বিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চান্ন) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- ম্যানেজমেন্ট ফি ১৩,৩৫,৭৮,৩১০/- টাকা ব্যয় দাবি করা হয়েছে। উক্ত খরচ অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- Liabilities for capital expenditure বাবদ স্থায়ী সম্পদ সংযোজনের অতিরিক্ত দায় প্রদর্শন করা হয় ৪,০০,৪১,৩৩৬/- টাকা যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেন্সেস বা সুদ হেডে ব্যয় দাবি করা হয়েছে। নিজস্ব ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার না কয়ায় প্রদত্ত ঋণের সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে ৫৮,২৩,৩১৬/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- ডেলিভারী এক্সপেন্সেস বাবদ মোট ২৮,৩৫,৪৯,৭৬৭/-টাকা ব্যয় দাবি হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ১৭" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী উৎসে আয়কর, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় অননুমোদিত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৮।

শিরোনাম ঃ **ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৭,৬৫,০০,০০০/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৭,৬৫,০০,০০০/- (সাত কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা কম ধার্য।

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-১৩ Provision For performance bonus খাতে ১৮,০০,০০,০০০/- টাকা প্রভিশন করা হয়। লাভ-ক্ষতি হিসাবে (profit & loss account) দাবীকৃত সম্পূর্ণ টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য প্রভিশন করা হয়, যা প্রকৃত ব্যয় নয়। যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ১৮" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ প্রভিশন যা প্রকৃত ব্যয় নয়,অনুমিত ব্যয় দাবি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর ধার্য করা হয়নি এবং সিএসআর রেয়াত প্রদান না করে খরচ অনুমোদন করায় মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ধার্য করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে অতি শীঘ্রই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৯।

শিরোনাম ঃ **সানোফি এভেনটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৪,৫৭,৮৪,২৮৯/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সানোফি-এভেন্টিস্ বাংলাদেশ লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ **৪,৫৭,৮৪,২৮৯/- (**চার কোটি সাতান্ন লক্ষ চৌরাশি হাজার দুইশত ঊনানব্বই**)** টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট ২৯.১ এ ডিসকাউন্ট বাবদ ১৪,২৯,৮৩,৫৩৬/- টাকা ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ (ই) ধারা অনুযায়ী পরিশোধিত অর্থের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান থাকা সত্ত্বেও কর কর্তনের কোন প্রমাণক আয়কর নথিতে পাওয়া যায়নি। ফলে দাবীকৃত ব্যয় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪এর ৩০(এএ) ধারায় অননুমোদিত ব্যয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ১৯" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ই ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন না করায় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২০।

শিরোনাম ঃ **শেখ আকিজ উদ্দিন লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানোর ফলে আয়কর বাবদ ৪৫,৬৩,৭৮,৫৩৬/-টাকা কম প্রদান।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের নিরীক্ষাকালে শেখ আকিজ উদ্দিন লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪৫,৬৩,৭৮,৫৩৬/- (পাঁচল্লিশ কোটি তেষট্টি লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত ছত্রিশ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি' ১৯৯১ অনুযায়ী (মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্ন) মূসক-১৯ এ ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত বিক্রয় প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ২৬৫৭,৫০,১৫,৪৩৭/- টাকা। অপরদিকে বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাদে বিক্রয় প্রাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে ১৩৭৬,৯৭,৮১,৫৪৭/- টাকা। ফলে আয়কর রিটার্নে বিক্রয় প্রাপ্তি হিসাবে মোট (২৬৫৭,৫০,১৫,৪৩৭–১৩৭৬,৯৭,৮১,৫৪৭) = ১২৮০,৫২,৩৩,৮৯০/- টাকা কম প্রদর্শন করা হয়েছে। আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে কম প্রদর্শিত বিক্রয় এর উপর জি,পি রেশিও ৭.৯২% হিসাবে ১০১,৪১,৭৪,৫২৪/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়। যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- “২০ ” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্ন অপেক্ষা আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন বিক্রয় কম প্রদর্শনের কারণে নীট লাভ কম হয়, যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই)ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২১।

শিরোনাম ঃ **আর,এ,কে সিরামিক (বাংলাদেশ) লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৮,৯১,১০,৩৬২/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে আর,এ,কে সিরামিক (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ও সরকারি কোষাগারে জমা না করা সত্ত্বেও অননুমোদন যোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৮,৯১,১০,৩৬২/- (আট কোটি একানব্বই লক্ষ দশ হাজার তিনশত বাষট্রি) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট ২৮ এ Performance rebates বা কমিশন ব্যয় বাবদ এবং Discount বাবদ সর্বমোট ২৮,২৬,০৫,০৩২/- টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে । উক্ত খরচ কমিশন সংক্রান্ত ব্যয় বিধায় ৫৩(ই) ধারায় উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য । কিন্তু কর্তনের সমর্থনে কোন প্রমাণক আয়কর নথিতে পাওয়া যায়নি। উক্ত খরচ অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট ২৭ এ সিএসআর এক্সপেন্সেস বাবদ ৩০,৯২,০০০/- টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত খরচ যা অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট ২১ এ এম ডি রেমুনারেশন বাবদ ৩,৮৩,৪০,৬৪৮/- টাকা প্রভিশন রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত খরচ পরিশোধ করা হয়নি, ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় প্রভিশন করা হয়েছে। যা অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- “২১” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী উৎসে আয়কর, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় অননুমোদিত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করা ।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২২।

শিরোনাম ঃ **উত্তরা মটরস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম ধার্য ১৯,২৮,৪৪,৮৭৭/-টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে উত্তরা মটরস লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৯,২৮,৪৪,৮৭৭/- (উনিশ কোটি আটাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত সাতাত্ত) টাকা কম ধার্য হয়েছে।

- লোকাল ভেহিক্যাল হেডে ক্যারিং চার্জেস বাবদ এবং বিভিন্ন জেলার লিয়াজোঁ অফিসে ডেলিভারী এক্সপেন্সেস বাবদ সর্বমোট ১৯,০৭,৫৯,৬৭৯/- টাকা খরচ দাবি হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় দাবীকৃত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- লোকাল ভেহিকেল হেডে টুলস এন্ড একসেসরীজ ক্রয় বাবদ এবং ওয়ারেন্টি পার্টস ক্রয় বাবদ সর্বমোট ২২,৬৯,৯৫,২০০/- টাকা ব্যয় দাবি করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় দাবীকৃত খরচ অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- লোকাল ভেহিকেল হেডে পেট্রোল ও ডিজেল ক্রয় বাবদ এবং মবিল ক্রয় বাবদ মোট ৮,৯৭,৭০,৫০০/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। উৎসে আয়কর কর্তন না করায় দাবীকৃত খরচ অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। এছাড়া অগ্রিম কর প্রদানে ঘাটতির জন্য ১-৪-১৪ থেকে ৩১-৩-১৬ পর্যন্ত মোট ৭৩০ দিনের সরল সুদ বাবদ ১,৫১,১০,৯৯৪/- টাকা সরল সুদ আরোপযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "২২" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় অননুমোদিত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে অতি শীঘ্রই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২৩।

শিরোনাম ঃ বি ডি বি এল সিকিউরিটিজ লিঃ এর নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২২,৮৭,৩৫৮/- টাকা ।

বিবরণ ঃ কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বি ডি বি এল সিকিউরিটিজ লিঃ, এর ২০১৪-২০১৫ সনের কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বি ডি বি এল সিকিউরিটিজ লিঃ এর ৮২সি(৪) ধারা নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় ৮২সি(৬) ধারায় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ২২,৮৭,৩৫৮/- (বাইশ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত আটান্ন) টাকা কম প্রদান।

- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট ২২.০০ করদাতা কোম্পানী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর সদস্য হিসেবে ব্রোকারেজ কমিশন প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছে ১,৩৭,৪৯,৪৮৪/-টাকা। ব্রোকারেজ কমিশন প্রাপ্তির বিপরীতে ৮২সি ধারায় উৎসে কর্তিত কর ১৭,৩০,১৬৩/-টাকা। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট ২৬.০০ এ লাগাচার্জ ও হাওলাচার্জ বাবদ খরচ দাবী করা হয় ১০,৩৫,৭৭৫/- টাকা। লাগাচার্জ ও হাওলাচার্জ ব্যতীত ব্রোকারেজ কমিশন হতে নীট আয় ১,২৭,১৩,৭০৯/-টাকা। ৮২সি (৪) ধারা উৎসে কর্তিত কর ১৭,৩০,১৬৩/- টাকার বিপরীতে মোট আয় (১৭,৩০,১৬৩ × ১০০÷৩৫) =৪৯,৪৩,৩২৩/- টাকা । ব্রোকারেজ কমিশন হতে নীট আয় ১,২৭,১৩,৭০৯/- টাকা হতে ৮২সি (৪) ধারায় নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় (১,২৭,১৩,৭০৯–৪৯,৪৩,৩২৩) টাকা = ৭৭,৭০,৩৮৬/- টাকা ৮২সি(৬) ধারায় মোট আয় হিসাবে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- “ ২৩” তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি (৪) ধারা নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় ৮২সি(৬) ধারায় মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫, তারিখ : ২২-০৮-২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কর নির্ধারণের পূর্বেই অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ৮২বিবি (৩)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিস্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গ্রহণ করে উক্ত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২৬।

শিরোনাম ঃ **ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাঃ লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৫,৪৩,০১,৭৩৪/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাঃ লিঃ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৫,৪৩,০১,৭৩৪/- (পাঁচ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ এক হাজার সাতশত চৌত্রিশ) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট-১৯ এ কাঁচামালের ক্রয় মূল্য বাবদ ৩৭,০৯,৭৮,১৪৮/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয় । আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ৮৬,৭৫,৮৬৫/- টাকা প্রদর্শন করা হয়েছে। আমদানি পর্যায়ে ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের ভিত্তিতে কাঁচামালের আমদানি ক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ১৭,৩৫,১৭,৩০০/- টাকা । ফলে আমদানী ব্যতীত স্থানীয়ভাবে কাঁচামালের ক্রয় হিসেবে বিবেচিত (৩৭,০৯,৭৮,১৪৮–১৭,৩৫,১৭,৩০০)= ১৯,৭৪,৬০,৮৪৮/- টাকা। যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী উক্ত ব্যয়ের উপর উৎসে আয়কর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিঃ অনুযায়ী উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও মূসক কর্তন না করায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারায় অননুমোদিত ব্যয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "২৬" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় অননুমোদিত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫ তারিখ : ২২-০৮-২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে অতি শীঘ্রই আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২৭।

শিরোনাম ঃ **আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম ধার্য ১৫,৮৯,৯১,৩৬৮/-টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪-১৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ এর ২০১৪-১৫ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ ১৫,৮৯,৯১,৩৬৮/- (পনের কোটি উননব্বই লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশত আটষট্টি) টাকা কম ধার্য হয়েছে।

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট -১৪ এ Provision For performance bonus খাতে ২০,০০,০০,০০০/- টাকা দাবি করা হয়। যা প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত ব্যয় হিসাবে বিবেচ্য, অনুমোদনযোগ্য নয়, যা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- এ জি এম এক্সপেন্সেস বাবদ দাবির মধ্যে প্রিন্টিং খরচ ব্যতীত এজিএম বাবদ দাবিকৃত উক্ত খরচের মধ্যে প্রাণ ফুডস লিঃ হতে খাদ্য সরবরাহ বাবদ ৬৮,৮১,০৩০/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে। এজিএম সংক্রান্ত উক্ত ব্যয়টি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নীতি বহির্ভূত। কাজেই ব্যয় অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় কোম্পানীর অন্যান্য আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য। এছাড়া অগ্রিম কর প্রদানে ঘাটতির জন্য ১-৪-১৪ থেকে ৩১-৩-১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৭৩০ দিনের সরল সুদ আরোপযোগ্য।
- অফিস রেন্ট বাবদ ব্যয় দাবী করা হয়েছে । উক্ত ব্যয়ের উপর টাকা কম কর্তন করায় দাবীকৃত ব্যয়ের আনুপাতিক হারে ১০,৭৪,৬১,০৬০/- টাকা অননুমোদনযোগ্য যা মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ২৭" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করা এবং Security Exchange Commision কর্তৃক জারীকৃত নোটিফিকেশন নং SEC/SRMI/2000-953/1990, Dated: 24.10.2010 অনুসরণ না করা।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য করার ফলে রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৪৫, তারিখ : ২২-০৮-২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে অতি শীঘ্রই আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০, ৯৩ ও ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।